নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

১০ মিনিট দেরিতে আসায় পরীক্ষা দিতে পারল না ৩ শিক্ষার্থী

প্রকাশ | ১০ নভেম্বর ২০১৮, ১৯:২১

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি

পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১০ মিনিট পর পরীক্ষা কেন্দ্রে আসায় তিন শিক্ষার্থীক পরীক্ষায় বসতে অনুমতি প্রদান করেননি কেন্দ্র সচিব ফাদার লাজারুস রোজিরিও।ফলে স্কুল গেটের বাইরেই কেটে যায় ওই তিন শিক্ষার্থীর তিন ঘণ্টা সময়। পরে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হয় তারা।

আজ শনিবার ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের পরিবার স্থানীয় প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে এমনটা অভিযোগ করেছেন। তবে ঘটনাটি গত ৫ নভেম্বর নাটোরের বনপাড়া পৌরশহরের

পরীক্ষাকেন্দ্র সেন্ট যোশেফস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ঘটেছ।

ভুক্তভোগী ওই তিন শিক্ষার্থীরা হলেন– নাটোরের বড়াই গ্রাম উপজেলার দেওশীন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুমাইয়া খাতুন, লাবনি খাতুন ও মোহন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ৫ নম্বেভর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষার্থী ছিলেন তারা। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে ১০ মিনিট দেরি হয়। কিন্তু কেন্দ্র সচিব ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফাদার লাজারুস রোজিরিও তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেননি।

স্থানীয় প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে ওই তিন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা অভিযোগ করে বলেন, মহাসড়কে থ্রি হুইলার চলাচল বন্ধ থাকায় তারা যানবাহন পাননি। প্রায় দুই কিলোমিটার হেঁটে আসার পর তারা একটি ভ্যান পেলে, তাতে তড়িঘড়ি করে কেন্দ্রে আসে। কিন্তু কেন্দ্র সচিব তাদেরকে ঢুকতে দেননি।

তারা আরও জানান, গত বছর এক বিষয়ে ফেল করায় এবারে তারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী ছিল। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ১০ মিনিট দেরি হওয়ায় চলতি বছর ও এর আগের এক বছর মিলে তাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেলো দুই বছর।

শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা জানান, পরীক্ষা দিতে না পারায় তাদের মনের অবস্থা খুবই খারাপ। বিষন্নতায় ভুগছে তারা। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছে না। তাদের নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় রয়েছে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।

এছাড়া একইরমক ঘটনায় শুক্রবার সকালে বনপাড়া সরকারি রোকেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থী ১০ মিনিট দেরি করলে, তাদেরকে আধাঘণ্টা পর কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়।

কিন্তু একই ঘটনায় দুই রকমের আচরণ করায় অভিভাবক ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আশ্চর্য হয়েছেন। তাই অভিভাবক ও অন্যান্য শিক্ষকরা মনে করেন, কেন্দ্র সচিব চাইলে তাদেরকে পরীক্ষার সুযোগ দিতে পারত। কোমলমতি এই শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উনি অমানবিক আচরণ করেছেন বলে তারা মনে করেন।

এ বিষয়ে ফাদার লাজারুস রোজারিও বলেন, ‘উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) স্যারের পরামর্শে তাদের কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।’

এ বিষয়ে ইউএনও মো. আনোয়ার পারভেজ বলেন, ‘আমার জানা মতে ওই তিন শিক্ষার্থী এক ঘণ্টা পর কেন্দ্রে এসেছে। তাই তাদেরকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হয়নি।’

ইউএনও আরও বলেন, ‘ভুল বোঝাবুঝির কারণে এমনটা হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীরা বিশেষ বিবেচনায় পুনঃপরীক্ষা গ্রহণের আবেদন জানালে, আমি তাতে সুপারিশ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দিব। দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@ dainikamadershomoy.com, editor@ dainikamadershomoy.com

---

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি